মেহমানদারীর আদব

21 Marachi 2026

ঈদুল ফিতরের

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা এবং দাওয়াতে ইসলামীর "মসজিদের ইমাম" বিভাগ
কর্তৃক পরিচলিত মসজিদ সমূহের জন্য
ঈদুল ফিতর (২০২৬ইং / ১৪৪৭ হিজরী)

মেহমানদারীর আদব

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ★... ভালো মানুষের একটি নিদর্শন
- ★... অপূর্ব মেহমানদারী, অনন্য প্রতিদান
- ★... ফেরেশতারা এক বছর পর্যন্ত দোয়া করেন
- ★... মেহমানদারির একটি জরুরী আদব

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত ৩
রমযানের পর ঈদ হয়ে থাকে ৪
ঈদ মাগফিরাতের দিন ৪
ঈদের মুবারকবাদ দিন! ৬
একজন ওলীর ঈদ ৬
মেহমানদারীর আদব ৮
মেহমানদারী ঈমানের দাবি ৮
তিনটি বিছানা তৈরির উৎসাহ ৯
ভালো মানুষের একটি নিদর্শন ৯
আল্লাহ পাক যাকে চান উত্তম চরিত্র দান করেন ১০
অপূর্ব মেহমানদারী, অনন্য প্রতিদান ১২
ঘরে কল্যাণ ও বরকত দৌঁড়ে আসে ১৪
মেহমান গুনাহ ক্ষমা করিয়ে যায় ১৫
ফেরেশতারা এক বছর পর্যন্ত দোয়া করেন ১৫
মেহমানদারীর আদব ১৬
মেহমানদারির আদবসমূহ ১৭
হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর অনন্য মেহমানদারী ১৭
প্রথম আদব: প্রত্যেকের মেহমানদারী করুন! ১৮
দ্বিতীয় আদব: মেহমানদারীতে তড়া করুন! ১৯
৬টি কাজে তড়া করা জরুরী ১৯
তৃতীয় আদব: মেহমানদারী নিজের হাতে করুন! ২০
মেহমানদারীর আরও কয়েকটি আদব ২১
মেহমানদারীর একটি জরুরী আদব ২২
ইসালে সাওয়াবও অবশ্যই করুন! ২৩
কবরে নূর প্রবেশ করবে ২৪
ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৪
শাওয়ালের ৬ রোযার উৎসাহ ২৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দরূদ শরীফের ফযীলত

রেওয়ায়েতে রয়েছে: যে বান্দা স্বপ্নে প্রিয় আকা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখার আকাঙ্ক্ষা রাখে, তার উচিত এভাবে দরূদে পাক পাঠ করা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

যে এই দরূদ শরীফ পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله স্বপ্নে দিদারে মুস্তফার সুধা পান করবে। **(আল কাওলুল বদী, পৃষ্ঠা: ৫৭)**

میری آنکھ میں سمانا مَدَنی مدینے والے
تِری جب کہ دِید ہو گی جبھی میری عید ہو گی

بنے دِل ترا ٹھکانا مَدَنی مدینے والے
میرے خواب میں تم آنا مَدَنی مدینے والے

মেরি আঁখ মেঁ সামানা মাদানী মদীনে ওয়ালে
বনে দিল তেরা ঠিকানা মাদানী মদীনে ওয়ালে
তেরি জব কে দীদ হোগি জভি মেরি ঈদ হোগি
মেরে খাব মেঁ তুম আনা মাদানী মদীনে ওয়ালে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৪২৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রমযানের পর ঈদ হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ ঈদের দিন, আল্লাহ পাকের রহমত লাভের বরকতময় দিন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লিখছেন:

بعدِ رَمضان عید ہوتی ہے
رَبّ کی رَحمت مزید ہوتی ہے

جس کو آقا کی دید ہوتی ہے
اس پہ قربان عید ہوتی ہے

عید تجھ کو مبارک اے صائم!
روزہ داروں کی عید ہوتی ہے

روزہ داروں کے واسطے واللہ!
مغفرت کی نَوید ہوتی ہے

عید کے دِن عمر یہ رَو رَو کر
بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے

عیدِ عطّار اُس کی ہے جس کو
خواب میں اُن کی دِید ہوتی ہے

রব কি রহমত মযীদ হোতি হে
বা'দে রমযাঁ ঈদ হোতি হে

উস পে কুরবান ঈদ হোতি হে
জিস কো আকা কি দীদ হোতি হে

রোযাদারোঁ কি ঈদ হোতি হে
ঈদ তুঝ কো মুবারক এ সায়েম!

মাগফিরাত কি নাওয়ীদ হোতি হে
রোযাদারোঁ কে ওয়াস্তে ওয়াল্লাহ!

বোলে নেকোঁ কি ঈদ হোতি হে
ঈদ কে দিন উমর ইয়ে রো রো কর

খোয়াব মেঁ উন কি দীদ হোতি হে
ঈদ আত্তার উস কি হে জিস কো

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৭০৭)

ঈদ মাগফিরাতের দিন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه যেমনি মাহে রমযান মাগফিরাত ও ক্ষমার মাস, তেমনি ঈদুল ফিতরের এই মুবারক দিনটিও দয়ালু আল্লাহর রহমত কুড়ানোর দিন। সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর একটি বর্ণনায় রয়েছে: যখন ঈদের সকাল হয়, তখন আল্লাহ পাক তাঁর মাসুম ফেরেশতাদের সমস্ত শহরে পাঠান। ঐ ফেরেশতারা জমিনে তাশরীফ এনে

সমস্ত গলি ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে যান এবং এভাবে ঘোষণা করেন: হে উম্মতে মুহাম্মদ! ঐ দয়ালু আল্লাহর দরবারের দিকে চলো, যিনি অনেক বেশি দানকারী এবং বড় বড় গুনাহ ক্ষমাকারী।

অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের উদ্দেশ্য করে এভাবে সম্বোধন করেন: হে আমার বান্দারা! চাও! কী চাও? আমার ইজ্জত ও মহত্বের শপথ! আজকের দিনে এই (ঈদের নামাযের) ইজতিমায় নিজেদের আখিরাত সম্পর্কে যা কিছু প্রশ্ন করবে, তা আমি পূর্ণ করব। আর দুনিয়া সম্পর্কে যা কিছু চাইবে, তাতে তোমাদের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করব (অর্থাৎ ঐ বিষয়ে তাই করব যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়)। আমার ইজ্জতের শপথ! যতক্ষণ তোমরা আমার খেয়াল রাখবে, আমিও তোমাদের ভুলত্রুটির পর্দা রক্ষা করতে থাকব। আমার ইজ্জতের শপথ! আমি তোমাদের সীমা লঙ্ঘনকারীদের (অর্থাৎ অপরাধীদের) লাঞ্ছিত করব না। ব্যাস নিজেদের ঘরের দিকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাও! তোমরা আমাকে রাজি করেছ এবং আমি তোমাদের উপর রাজি হয়ে গেছি।

(শুআবুল ঈমান, বাবু ফিস সিয়াম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৩৬, হাদীস: ৩৬৯৫)

میں رحمت، مغفرت، دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں
مہِ رمضان کے صدقے میں فرمادے کرم مولیٰ
بنادے مجھ کو مُحَمَّدِ مصطفےٰ کا عاشقِ صادِق
تُو دیدے سوزِ سینہ، کر عنایت چشمِ نَم مولیٰ
نہیں درکار وہ خوشیاں، جو غفلت کا بنیں ساماں
عطا کر اپنی اُلفت اپنے پیارے کا تُو غم مولیٰ

মে রহমত, মাগফিরাত, দোযখ সে আযাদী কা সায়িল হু
মাহে রমযাঁ কে সদকে মেঁ ফরমা দে করম মওলা

বানা দেয় মুঝ কো মুহাম্মদে মুস্তফা কা আশিকে সাদিক
তু দেয় দেয় সোযে সিনা, কর এনায়ত চশমে নম মওলা
নেহি দরকার ওহ খুশিয়াঁ, জো গাফলত কা বনে সামাঁ
আতা কর আপনি উলফত আপনে পেয়ারে কা তু গম মওলা
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৯৮-৯৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঈদের মুবারকবাদ দিন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঈদের দিন খুশি ও বরকতের দিন, অতএব এই দিনে কোলাকুলি করা, সালাম ও মুসাফাহা করা (অর্থাৎ হাত মেলানো), একে অপরকে মুবারকবাদ দেওয়া খুবই উত্তম কাজ। হযরত জুবায়ের বিন নুফায়ের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: ঈদের দিনে যখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان একে অপরের সাথে মিলিত হতেন তখন মুবারকবাদ দিতেন এবং تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ বলতেন। **(ফতহুল বারী, কিতাবুল ঈদাইন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৭৫)**

عید کا دِن ہے گلے آج تو مل لو یارو!
رَسْمِ دُنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے

ঈদ কা দিন হে গলে আজ তো মিল লো ইয়ারো!
রসমে দুনিয়া ভি হে, মওকা ভি হে, দস্তুর ভি হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একজন ওলীর ঈদ

হযরত শেখ নজীবুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাবা ফরিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাই এবং খলিফাও ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল مُتَوَكِّل; অর্থাৎ আল্লাহ পাকের উপর ভরসাকারী, তাওয়াক্কুলকারী। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের স্মরণে

এত মগ্ন থাকতেন যে, (অনেকসময়) এটিও জানতেন না যে, আজ কোন দিন? কোন মাস চলছে? মুদ্রার মান কত?

একবার ঈদের দিন ছিল, হযরত শেখ নজীবুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাড়িতে অনেক মেহমান জমা হয়ে গেলো। দূর্ভাগ্যবশত ঐ দিন তাঁর বাড়িতে খাবারের কোনো সরঞ্জাম বিদ্যমান ছিল না। (বাহ্যিকভাবে এটি একটি চিন্তার অবস্থা ছিল; স্বাভাবিকভাবেই ঈদের দিন, খুশির মুহূর্ত, বাড়িতে মেহমান চলে এসেছে আর মানুষের কাছে কিছুই নেই... চিন্তা তো হয়ই, মানুষের মনে কষ্ট হয়; কিন্তু তাঁরা আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা ছিলেন, তাওয়াক্কুলকারী ছিলেন, আল্লাহ পাকের উপর পূর্ণ ভরসা রাখতেন। তিনি না কোনো অভিযোগ করলেন, না নালিশ, না মুখ দিয়ে কোনো মন্দ কথা বললেন, না মন খারাপ করলেন; তবে তিনি কী করলেন?) বালাখানায় (অর্থাৎ বাড়ির উপরের তলায়) তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং নির্জনে বসে আল্লাহ পাকের স্মরণে মগ্ন হয়ে গেলেন। এখন একদিকে তো আল্লাহ পাকের যিকির অব্যাহত ছিল, পাশাপাশি মনে মনে আরয করছিলেন: হে আল্লাহ পাক! আজ ঈদের দিন আর আমার ঘরে মেহমান এসেছে। একজন হক্কানী বান্দা, ওলীয়ে কামিলের অন্তরের আরযি তৎক্ষণাৎ কবুল হলো। হঠাৎ ছাদে একজন ব্যক্তি প্রকাশ পেল, তার হাতে খাবারে পরিপূর্ণ দস্তরখানা ছিল। ঐ গায়েবী ব্যক্তি ঐ দস্তরখানাটি হযরত নজীবুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে প্রদান করল এবং ফিরে গেল।

(ফয়যানে রমযান, পৃষ্ঠা: ৩০৯)

کیونکر نہ میرے کام بنیں غیب سے حسن | بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا

কিউঁকর না মেরে কাম বনে গাইব সে হাসান
বান্দা ভি হু তো কেয়সে বড়ে কারসায কা

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ১৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ পাকের উপর ভরসা রাখে, আল্লাহ পাক তাদের উপর অনেক দয়া করেন। আল্লাহ পাক আমাদেরও তাওয়াক্কুল ও বিশ্বাসের দৌলত নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেহমানদারীর আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ ঈদের দিন। সাধারণত ঈদের দিনে এবং এর পরেও কয়েক দিন পর্যন্ত মেহমানদের আসা-যাওয়া লেগে থাকে। কখনো আমরা কারো মেহমান হই, কখনো কেউ মেহমান হয়ে আমাদের বাড়িতে আসে। অর্থাৎ এই ঈদের দিনগুলো মেহমানদের আসা-যাওয়ার দিন। এজন্য আসুন! মেহমানদারীর কয়েকটি ফযীলত এবং আদব শুনে নিই:

মেহমানদারী ঈমানের দাবি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীন ইসলামে মেহমানদারীকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমনকি এই নেক আমলকে ঈমানের মৌলিক দাবীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাদীসে পাকে রয়েছে, আমাদের আকা ও মাওলা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفًا অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের প্রতি এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার উচিত মেহমানের ইজ্জত করা।

(বুখারী, কিতাবুল আদব, পৃষ্ঠা: ১৫০০, হাদীস: ৬০১৮)

سُبْحٰنَ الله! দেখুন! কি চমৎকার কথা। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেহমানদারীকে ঈমানের সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন। যেন এটি বলে

দিয়েছেন যে, মেহমানের ইজ্জত করা, মেহমানের উত্তমভাবে খাতির-যত্ন করা ঈমানের মৌলিক দাবি। যে মুসলমান, যে বান্দা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান রাখে, কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার চরিত্রে এই মৌলিক বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত থাকা জরুরী যে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে।

তিনটি বিছানা তৈরির উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের মেহমানদারীর শিক্ষা কতটুকু দেওয়া হয়েছে, তার অনুমান এই হাদীসে পাক দ্বারা করুন! প্রিয় আকা, রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (মানুষের ৩টি বিছানা তৈরি করা উচিৎ!) (১) একটি নিজের জন্য (২) একটি নিজের স্ত্রীর জন্য (৩) এবং তৃতীয়টি মেহমানের জন্য।

(মাকারিমুল আখলাক লিল খারাইতী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৯৯, হাদীস: ৩৭২)

দেখুন! এই রেওয়ায়েতের মাধ্যমে আমাদের এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, একজন মুসলমানকে মেহমানের আগমন এবং তার খাতির-যত্নের জন্য, তার আরামের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকা উচিত। এমনকি যখন ঘরের জন্য বিছানা তৈরি করবেন তখন শুধুমাত্র নিজের ঘরের সদস্যদের সংখ্যার ভিত্তিতে বিছানা তৈরি করবেন না বরং মেহমানের জন্যও এখন থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে নিন! কিছু বিছানা অতিরিক্তও বানিয়ে নিন, যাতে মেহমান আসলে তার উত্তম মেহমানদারী করা যায়।

ভালো মানুষের একটি নিদর্শন

একইভাবে একটি হাদীসে পাকে মেহমানদারীকে মানুষের চরিত্রের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يُضَيِّفُ অর্থাৎ ঐ বান্দার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই, যে মেহমানদারী করে না। **(মাকারিমুল আখলাক লিল খারাইতী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৫৫, হাদীস: ৩২৯)**

দেখুন! মেহমানদারীকে কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এটি জানানো হচ্ছে যে, মানুষের ভালো হওয়া ও মন্দ হওয়া, তার অনিষ্ট ও তার কল্যাণের মানদণ্ড হলো মেহমানদারী। ✯ যে মেহমানদার ✯ মেহমানের সম্মান করে ✯ মেহমানকে আরাম ও প্রশান্তি প্রদান করে ✯ মেহমান ঘরে আসলে খুশিতে প্রফুল্ল হয়ে উঠে, সে মানুষটি অনেক ভালো; তার চরিত্রে, তার আচরণে, তার জীবনী ও সত্তায় কল্যাণ রয়েছে। আর ✯ যে বান্দা মেহমানের সম্মান করে না ✯ মেহমান ঘরে আসলে তার মুখ মলিন হয়ে যায় ✯ মনে মনে চিন্তিত হয়ে যায় ✯ মেহমানের উত্তম মেহমানদারী করে না, এমন মানুষের চরিত্র এবং তার সত্তায় কোনো কল্যাণ নেই।

আল্লাহ পাক যাকে চান উত্তম চরিত্র দান করেন

হাদীসের কিতাবে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। রেওয়ায়েতটি এমন যে, একবার প্রিয় আকা মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোথাও তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় একজন ধনী ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন হলো; ঐ ব্যক্তির নিকট অনেক উট এবং ছাগল ছিল (অর্থাৎ আজকের যুগের বিচারে বলতে পারেন যে, সে ব্যক্তি অনেক সচ্ছল মানুষ ছিল)। তা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেহমানদারী করল না। অতঃপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন সাহাবীয়ার ঘরের পাশ দিয়ে গেলেন। এই সাহাবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا খুব বেশি ধনী ছিলেন না, তাঁর নিকট মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট ছাগল ছিল। তিনি যখন রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখলেন (তখন খুশি হয়ে গেলেন, নিজের সৌভাগ্যর জন্য গর্ব করতে লাগলেন যে, বাহ! কী শান, মেরাজের দুলহা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আজ এই গরিবের ঘরে তাশরীফ এনেছেন)।

خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پر | بہار جن کے قدم کا طواف کرتی ہے

খুশ আমদীদ ওহ আয়ে হামারি চৌকাঠ পর
বাহার জিন কে কদম কা তাওয়াফ করতি হে

অতএব ঐ সাহাবীয়া দ্রুত একটি ছাগল জবাই করালেন এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনন্দচিত্তে মেহমানদারী করার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। যখন এই কার্যাদি হলো তখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: দেখো...!! একদিকে ঐ ব্যক্তি, যার নিকট উট ও ছাগলের পাল রয়েছে কিন্তু সে আমাদের মেহমানদারী করল না। অন্যদিকে এই মহিলা, তাঁর নিকট কয়েকটি ছোট ছোট ছাগলই রয়েছে (কিন্তু তাঁর মন অনেক বড়), তিনি আমাদের চমৎকার মেহমানদারী করেছেন। অতঃপর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اِنَّمَا هٰذِهِ الْاَخْلَاقُ بِيَدِ الله অর্থাৎ এই উত্তম চরিত্র আল্লাহ পাকের কুদরতে, আল্লাহ পাক যাকে চান উত্তম চরিত্র দান করেন। **(মাকারিমুল আখলাক লিল খারাইতী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৫৮, হাদীস: ৩৩২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনার উপর একটু চিন্তা করুন! এই একটি ঘটনায় অনেকের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। ✯ কতযে এমন মানুষ আছে, যাদের আল্লাহ পাক অনেক নেয়ামত দিয়েছেন, অনেক সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু তাদের মন অনেক ছোট। ✯ মেহমান আসলে তাদের অন্তর মলিন হয়ে যায় ✯ চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায় ✯ অন্যদের পানাহার করানোর ক্ষেত্রে অনেক কৃপণতা করে। ✯ অন্যদিকে কতযে এমন মানুষও রয়েছে, যাদের সম্পদ থাকুক বা না থাকুক, যাদের আল্লাহ পাক ধনী করেছেন বা গরিব রেখেছেন কিন্তু তাদের মন অনেক বড় দান করেছেন। ✯ কতযে এমন মানুষ হয়ে থাকে; তাদের এখানে একবার গেলে তাদের মেহমানদারীর ধরন, তাদের ঐ আবেগঘন সম্ভাষন, তাদের

খুশিতে মেলামেশার ধরণ সারা জীবন মনে থাকে। এটি আল্লাহ পাকের দান; আল্লাহ পাক যাকে চান বড় মন এবং উত্তম চরিত্র দান করেন।

এখন আমরা এই বিষয়ে চিন্তা করব যে, আমি কোন ধরনের মানুষের মধ্যে গন্য হই? ✯ আমি কি ঐসব লোকদের মধ্যে, যাদের আল্লাহ পাক উত্তম চরিত্রের জন্য নির্বাচিত করেছেন? ✯ আমার ভেতরে কি মেহমানদারীর গুণ রয়েছে? ✯ আমি কি আমার ঘরে আসা মেহমানের আবেগঘন সম্ভাষন করি না কি করি না...? যদি নিজেকে একজন ভালো মেহমানদার হিসেবে পান, তবে এতে খুশি হওয়া উচিত এবং আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করা উচিত। যদি আল্লাহ না করুন এমনটি না হয়, আপনি নিজেকে মেহমানদার হিসেবে না পান, তবে এটি চিন্তার বিষয়; কারণ ঐ মানুষে কোনো কল্যাণ নেই, যে মেহমানদার নয়। আল্লাহ পাক আমাদের একনিষ্টতার সহিত সর্বোত্তমভাবে মেহমানদারীর তৌফিক নসীব করো। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অপূর্ব মেহমানদারী, অনন্য প্রতিদান

খুবই প্রসিদ্ধ ঘটনা; প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে একবার একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি হাজির হলো। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত উম্মাহাতুল মুমিনীনদের رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ ঘরে খবর নিলেন যে, কোনো খাবারের জিনিস পাওয়া যায় কি না; কিন্তু কারো নিকট কোনো খাবারের বস্তু ছিল না। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করলেন: যে ব্যক্তি একে মেহমান বানাবে, আল্লাহ পাক তার প্রতি রহমত অবতীর্ণ করবেন। হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মেহমানকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়ি গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন: ঘরে কোনো খাবার আছে? তিনি বললেন: শুধু বাচ্চাদের

জন্য সামান্য রাখা আছে। হযরত আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: বাচ্চাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও আর যখন মেহমান খেতে বসবে তখন প্রদীপ ঠিক করার বাহানায় প্রদীপ নিভিয়ে দাও, যাতে মেহমান ভালোভাবে খেয়ে নিতে পারে। এই কৌশল এই জন্য করলেন যাতে মেহমান এটি জানতে না পারে যে, বাড়ির লোকেরা তার সাথে খাচ্ছে না; নতুবা সে পীড়াপীড়ি করবে আর খাবার অল্প, একারণে মেহমান ক্ষুধার্ত রয়ে যাবে। এভাবে হযরত আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মেহমানকে খাবার খাইয়ে দিলেন এবং বাড়ির লোকেরা নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকে রাত কাটালেন। যখন সকাল হলো এবং প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলেন, তখন আল্লাহ পাকের মাহবুব, অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দেখে ইরশাদ করলেন: রাতে অমুকের ঘরে অদ্ভুত কার্যক্রম হয়েছে। আল্লাহ পাক ঐ লোকদের দেখে মুচকি হেসেছেন (অর্থাৎ অনেক সন্তুষ্ট হয়েছেন)। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটেই সূরা হাশরের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে:

(বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু সূরাতিল হাশর, পৃষ্ঠা: ১২৫৩, হাদীস: ৪৮৮৯)

وَ یُؤۡثِرُوۡنَ عَلٰۤی اَنۡفُسِہِمۡ وَ لَوۡ کَانَ بِہِمۡ خَصَاصَۃٌ ؕ وَ مَنۡ یُّوۡقَ شُحَّ نَفۡسِہٖ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ۚ﴿۹﴾

(পারা: ২৮, সূরা হাশর: ৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং নিজেদের প্রাণের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব অত্যন্ত প্রকট হয় এবং যাক আপন প্রবৃত্তির লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে, সুতরাং তারাই সফলকাম।

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! কেমন চমৎকার মেহমানদারী। হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের প্রয়োজনকে পেছনে ফেলে দিলেন, নিজে ক্ষুধার্ত থেকে রাত কাটালেন এবং নিজের চাহিদার খাবারও মেহমানকে খাইয়ে দিলেন। অতঃপর প্রতিদান দেখুন! কেমন অনন্য পেয়েছেন। প্রিয় আকা

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: রাতে আবু তালহার ঘরে অদ্ভুত কার্যক্রম হয়েছে এবং আল্লাহ পাক তাদের দেখে মুচকি হেসেছেন।

আল্লাহ পাকের মুচকি হাসা কেমন? তা তিনিই ভালো জানেন। তাঁর মুচকি হাসা আমাদের হাসির মতো নয়। তিনি প্রতিপালক, তিনি রহমান, তিনি অমুখাপেক্ষী। ওলামায়ে কেরাম বলেন: আল্লাহ পাকের মুচকি হাসার মানে হলো; আল্লাহ পাক এমন বান্দার উপর অনেক বেশি সন্তুষ্ট হয়ে যান। **(শরহে মিশকাত লিত্তীবী, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১২০৪, হাদীস: ১২২৮)** অর্থাৎ এর মানে দাঁড়াল যে, হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অনন্যভাবে মেহমানদারী করেছেন তাই আল্লাহ পাক তাঁর উপর অনেক বেশি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।

ঘরে কল্যাণ ও বরকত দৌঁড়ে আসে

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ঘরে মেহমান থাকে, ঐ ঘরে কল্যাণ ও বরকত সেভাবেই দৌঁড়ে আসে যেভাবে উটের কুঁজ থেকে লাঠি (দ্রুত পড়ে যায়) বরং তার চেয়েও দ্রুত।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আতইম্মাহ, বাবুদ যিয়াফাহ, পৃষ্ঠা: ৫৪৫, হাদীস: ৩৩৫৬)

আপনারা উট দেখেছেন, উটের কুঁজ পাহাড়ের আকৃতির মতো হয়, তার উপর কোনো জিনিস স্থির থাকে না; তার উপর যদি লাঠি রাখা হয় তবে দ্রুত গড়িয়ে নিচে চলে আসে। প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে, যদি উটের কুঁজের উপর লাঠি রাখা হয় তবে যত দ্রুত ঐ লাঠি গড়িয়ে নিচে আসবে, যে বান্দা মেহমানদারী করে, কল্যাণ ও বরকত তার চেয়েও দ্রুত ঐ ভাগ্যবান ব্যক্তির ঘরের দিকে ধাবিত হয়।

মেহমান গুনাহ ক্ষমা করিয়ে যায়

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন কোনো মেহমান কারো কাছে আসে, তখন নিজের রিযিক সাথে নিয়ে আসে এবং যখন তার এখান থেকে যায় তখন ঘরের মালিকের গুনাহ ক্ষমা হওয়ার মাধ্যম হয়।

(মুসনাদুল ফিরদাউস, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৩২, হাদীস: ৩৮৯৬)

سُبْحٰنَ الله! কী শান...!! অনেকসময় লোক মেহমান দেখে ঘাবড়ে যায়, তাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত যে, মেহমান যখন আসে তখন নিজের রিযিক সাথে নিয়ে আসে আর যখন যায় তখন ঘরের মালিকের গুনাহ ক্ষমা করিয়ে যায়।

ফেরেশতারা এক বছর পর্যন্ত দোয়া করেন

আরেকটি ঈমান উদ্দীপক রেওয়ায়েত শুনুন! হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের ভাই হযরত বারা বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে বললেন: হে বারা! মানুষ যখন নিজের (দ্বীনি) ভাইয়ের শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মেহমানদারী করে এবং তার কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চায় না, তবে আল্লাহ পাক তার ঘরে ১০ জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যারা পুরো এক বছর তার ঘরে অবস্থান করে এবং আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করে, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে, আল্লাহ পাকের বড়ত্ব বর্ণনা করে এবং ঘরের মালিকের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।

যখন বছর পূর্ণ হয়ে যায় তখন ঐ ফেরেশতাদের পুরো বছরের ইবাদতের সমান ঘরের মালিকের আমলনামায় ইবাদত লিখে দেওয়া হয় এবং এর সাথে আখিরাতে সে এই প্রতিদান পাবে যে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের সুস্বাদু খাবার খাওয়াবেন।

(মারিফাতুস সাহাবাহ লিআবি নুয়াইম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩৯, হাদীস: ১১৫৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! কি চমৎকার ফযীলত। ✯ মেহমান ঘরে আসল, তার ভালোভাবে মেহমানদারী করুন! ✯ বিনিময়ে কী মিলবে? আমাদের ঘর কল্যাণ ও বরকতের আবাসস্থল হয়ে যাবে ✯ ফেরেশতারা আমাদের ঘরে তাশরীফ আনবে ✯ আমাদের ঘরে অবস্থান করে আল্লাহ পাকের মাসুম ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা করবে ✯ এবং আমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। এটি চমৎকার ফযীলত। ঈদের মুহূর্ত, যদি সৌভাগ্যক্রমে মেহমান ঘরে তাশরীফ আনে তবে এই রেওয়ায়েতগুলো মনে রেখে উত্তমভাবে তাদের মেহমানদারী করুন! اِنْ شَآءَ الله পুরো বছর পর্যন্ত ঘর কল্যাণ ও বরকতের আবাসস্থল হয়ে যাবে।

মেহমানদারীর আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মেহমানদারী অনেক ভালো আমল, নেকীর আমল; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এটি যে, আমাদের এখানে এই নেক কাজটিকে প্রথমত নেকী মনে করে করা হয় না, দ্বিতীয়ত এই ভালো কাজের আদবগুলোর খেয়ালও লোকে রাখে না। অনেক সময় মেহমান আসলে এই কারণে গুনাহের ধারাবাহিকতাও বেড়ে যায়। যেমন; ✯ বেপর্দা হয়ে থাকে; খালাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, চাচাতো ভাই, চাচী, মামীর সাথে পর্দা রয়েছে কিন্তু সাধারণত পর্দার খেয়াল রাখা হয় না। এভাবেও গুনাহের অবস্থা তৈরি হয়। ✯ একইভাবে অনেকসময় মেহমান বা মেজবানের মনোকষ্টের অবস্থাও তৈরি হয়। ✯ আরও অনেক অবস্থা রয়েছে যে, মেহমানদের আগমনে যখন তার আদবগুলোর খেয়াল রাখা হয় না, তখন সমস্যা সৃষ্টি হয়। অনেকসময় লড়াই-ঝগড়াও হয়ে থাকলে তা অস্বাভাবিক নয়। যাই হোক! আমাদের

শরীয়তের এটি বৈশিষ্ট্য যে, এতে নেক আমলের শুধুমাত্র ফযীলতই বর্ণনা করা হয় না বরং নেকী করার আদব উত্তমভাবেও শেখানো হয়। এজন্য মেহমানদারীর আদবও শিখে নেওয়া উচিত।

মেহমানদারির আদবসমূহ

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে: اِذَا جَاءَكُمُ الزَّائِرُ فَاَكْرِمُوْهُ অর্থাৎ যখন তোমাদের নিকট কোনো মেহমান আসে, তখন তার সম্মান করো!

(মাকারিমুল আখলাক লিল খারাইতী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৫৬, হাদীস: ৩৩০)

এখানে দেখুন! আমাদের হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, মেহমানের সম্মান করো! তার ইজ্জত করো! এখন এই ইজ্জতের মানে কী? ঐসকল কাজ যা আমরা আমাদের মেহমানের জন্য করব, তাকে মেহমানের সম্মান বলা হয়? এ প্রসঙ্গে কুরআনে করীমে একজন মহান মেহমানের অনন্য মেহমানদারী বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর অনন্য মেহমানদারী

আল্লাহ পাকের নবী এবং খলীল হলেন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام। তাঁকে اَبُو الضَّيْفَان। (অর্থাৎ খুবই অতিথিপরায়ণ) বলা হয়। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তাঁর মহান অভ্যাস ছিল যে, একাকী খাবার খেতেন না; মেহমান আসত, তার সাথে বসেই খাবার আহার করতেন। যদি কখনো মেহমান না আসত তবে নিজে বাইরে গিয়ে কাউকে সন্ধান করতেন, মেহমানকে সাথে আনতেন এবং তার সাথে বসে খাবার আহার করতেন।

একবার এমন হলো যে, আল্লাহ পাকের কিছু মাসুম ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘরে তাশরীফ আনলেন।

এখন যেহেতু তাঁরা মানুষের আকৃতিতে ছিলেন এবং ছিলেন মেহমান, তাই হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁদের চিনতে পারেননি। এখন কী হলো? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَرَاغَ اِلٰۤى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿۲۶﴾ فَقَرَّبَهٗۤ اِلَيْهِمْ

(পারা ২৬:, সূরা যারিয়াত: ২৬-২৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর আপন ঘরে গেলো, তারপর এক মোটাতাজা গো-বংস নিয়ে এলো, অতঃপর সেটা তাদের নিকট রাখলো।

অর্থাৎ যখন এই ফেরেশতারা আসলেন তখন মানুষের আকৃতিতে ছিলেন। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁদের চিনতেনও না। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের নামও জিজ্ঞেস করেননি, ঠিকানাও জিজ্ঞেস করেননি; দ্রুত তাঁদের ঘরে বসালেন এবং নিজে গিয়ে একটি বাছুর জবাই করলেন, তা রান্না করালেন এবং দ্রুত এনে মেহমানদের সামনে রাখলেন।

(সীরাতুল জিনান, পারা: ২৬, সূরা যারিয়াত, ২৬নং আয়াতের পাদটিকা, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৪৯৯)

এটি হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর অনন্য মেহমানদারী ছিল। ওলামায়ে কেরাম এই ঘটনা থেকে মেহমানদারীর অনেক আদব বের করেছেন।

প্রথম আদব: প্রত্যেকের মেহমানদারী করুন!

ওলামায়ে কেরাম বলেন: এতে একটি তো এই আদব যে, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام ফেরেশতাদের নাম পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেননি। এ থেকে আমাদের শেখার আছে যে, মেহমানদারীর জন্য এটি জরুরী নয় যে, মেহমান আমাদের পরিচিতই হতে হবে; যদি কোনো অপরিচিত ব্যক্তিও আমাদের বাড়িতে আসে তবে তারও মেহমানদারী করা উচিত।

(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৪০৬)

আজকাল যেমন পরিস্থিতি উল্টোপাল্টা, সিকিউরিটির সমস্যা হতে পারে, সেই বিচারে তো আমরা সতর্কতা অবলম্বন করব। তবে এটি আমাদের চরিত্রের অংশ হওয়া উচিত যে, কেউ আমাদের সাথে দেখা করতে আসলে, সে আমাদের আত্মীয় হোক বা না হোক, বন্ধু হোক বা অপরিচিত, আমরা তার সাথে উত্তমভাবেই মিলিত হব, উত্তম আচরণ প্রদর্শন করব এবং উত্তমভাবে তার মেহমানদারী করব।

দ্বিতীয় আদব: মেহমানদারীতে তড়া করুন!

এ থেকে মেহমানদারীর দ্বিতীয় আদব আমরা এটি শিখলাম যে, যখন কোনো মেহমান আমাদের বাড়িতে তাশরীফ আনবেন তখন তার মেহমানদারিতে তড়া করা উচিত! দেখুন! হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘরে ফেরেশতারা মানুষের আকৃতিতে মেহমান হয়ে আসলেন, তখন তিনি তড়া করলেন। মেহমানদের অপেক্ষা করাননি বরং তৎক্ষণাৎ বাছুর জবাই করলেন এবং তা রান্না করিয়ে মেহমানদের সামনে হাজির করে দিলেন।

এজন্য আমাদেরও উচিত যে, যখন ঘরে মেহমান আসবে তখন দ্রুত তাঁর মেহমানদারী করা। মেহমানকে পানি প্রদান করা, চা বানানো, খাবার বানানো, যেমন সুযোগ হয়, যেমন মেহমান হয়, যেমন মৌসুম চলছে, সেই অনুযায়ী দ্রুত মেহমানদারীতে লেগে যাওয়া।

৬টি কাজে তড়া করা জরুরী

বুযুর্গানে দ্বীনের (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নেক বান্দা) বাণী: তড়া করা শয়তানি কাজ কিন্তু ৬টি কাজে তড়া অবশ্যই করা উচিত: (১) যখন নামাযের সময় হয়ে যায় তখন নামায পড়তে তড়া করা জরুরী (নতুবা শয়তান অলসতা দিবে এবং নামায কাযা করিয়ে দিবে) (২) মৃতকে দাফন

করায় (৩) যখন মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার বিবাহে তড়া করা! (৪) ঋণ নিয়েছেন এবং পরিশোধের সামর্থ্য আছে তবে দ্রুত পরিশোধ করা উচিত (৫) গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা করায় তড়া করা (৬) যখন মেহমান তাশরীফ আনবেন তখন তাকে দ্রুত খাবার খাওয়ানো।

(রূহুল বয়ান, পারা: ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, ১১নং আয়াতের পাদটীকা, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৩৭)

তৃতীয় আদব: মেহমানদারী নিজের হাতে করুন!

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর মেহমানদারী থেকে তৃতীয় আদব এটি শিখলাম যে, মেহমান তাশরীফ আনলে নিজে সরাসরি তার মেহমানদারী করা। দেখুন! হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের নবী; তাঁর হাজার হাজার ভক্তও ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি নিজে বাছুর জবাই করেছেন এবং নিজে সরাসরি মেহমানদের খাতির-যত্নে ব্যস্ত হয়েছেন।

বাজার থেকে কিছু মালামাল আনতে হবে, তা তো অবশ্যই ঘরের বাচ্চাদের দিয়ে, ছেলে দিয়ে করানো যেতে পারে কিন্তু চেষ্টা করা উচিত নিজে শারীরিকভাবে মেহমানদারীতে কিছু অংশ অবশ্যই রাখা। কিছুদিন আগের কথা, শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের বাড়িতে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের মুফতিয়ানে কেরামদের দাওয়াত করেছিলেন। এখন আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়স মুবারক যথেষ্ট হয়েছে; স্বাভাবিকভাবেই বয়সের বিচারে কিছু শারীরিক সমস্যাও থাকে। এরপর তিনি পীর সাহেবও; যেসব মেহমান ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন তাদের অনেকে তো তাঁর মুরিদও ছিলেন। তা সত্ত্বেও আমীরে আহলে সুন্নাতের বিনয়, তাঁর ওলামায়ে কেরামদের প্রতি ভালোবাসার প্রতি শত মারহাবা...!! তিনি মুফতিয়ানে কেরামদের দস্তরখানায় বসালেন এবং

খাবারের থালা নিজের হাতে দস্তরখানায় রাখলেন এবং মুফতিয়ানে কেরামদের খুব চমৎকারভাবে মেহমানদারী করলেন।

এভাবে আমাদেরও উচিত যে, যখন মেহমান তাশরীফ আনবেন তখন নিজে এগিয়ে গিয়ে, যতটুকু সম্ভব নিজে দৌঁড়ঝাঁপ করে তাদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা এবং সম্ভব হলে দস্তরখানাও নিজে বিছানো, দস্তরখানায় খাবারও নিজেই রাখা। এভাবে মেহমানের সম্মান করলে اِنْ شَآءَ الله সাওয়াব অর্জিত হবে।

মেহমানদারীর আরও কয়েকটি আদব

হুযুর দাতা গঞ্জবখশ আলী হাজভেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মেহমানদারীর আরও কয়েকটি আদব লিখেছেন। শুনুন! তিনি লিখেন: ✯ যখন মেহমান আসবে তখন অত্যন্ত হাসিমুখে (অর্থাৎ মুচকি হেসে, আবেগঘনভাবে) সম্ভাষণ জানান! ✯ তাকে সম্মানের জায়গায় বসান! ✯ মেহমানের আগমনকেও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করুন এবং ফিরে যাওয়াকেও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করুন এবং মেহমানকে আল্লাহর বান্দা মনে করুন। (এটি অনেক চমৎকার একটি আদব। মানে হলো যখন মেহমান আসবে তখন বান্দা এটি মনে করবে যে, এ আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এসেছে; যখন ফিরে যাবে তখন এটাই ভাববে যে, এ আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই গেছে এবং মেহমানকে আল্লাহ পাকের বান্দা মনে করে তার মেহমানদারী করবে। اِنْ شَآءَ الله মেহমানদারীর স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যাবে)। ✯ যদি মেহমান একাকীত্ব চায় তবে তার জন্য নির্জনতার ব্যবস্থা করে দিন। ✯ যদি মেহমান মানুষের সঙ্গ চায় (অর্থাৎ মেহমানের মন চায় যে, কেউ তার পাশে বসুক, তার সাথে কথা বলুক তবে) ঘরের মালিক তার পাশে বসবে, তার সাথে ভালো ভালো কথা বলবে। ✯ যদি মেহমানকে

নতুন কাপড় দেওয়ার সামর্থ্য থাকে তবে সেটিও করবে; যদি তার সামর্থ্য না থাকে তবে কষ্ট করবে না। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৪০৬, ৪০৭)**

মেহমানদারীর একটি জরুরী আদব

এই আদবগুলো বয়ান করার পর হুযুর দাতা গঞ্জবখশ আলী হাজভেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মেহমানদারীর আরও একটি অনেক সুন্দর আদব বর্ণনা করেছেন। এই আদবটি পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে এবং হৃদয়ের কান দিয়ে শুনুন! দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ঘরের মালিকের উচিত তার শহরে যেসব (আশিকানে রাসূল) ওলামায়ে কেরাম, আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা থাকেন, নিজের মেহমানকে তাঁদের সাথে সাক্ষাতের জন্যও নিয়ে যাওয়া। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৪০৭)**

سُبْحٰنَ الله! কি চমৎকার বিষয়...!! ✯ আমাদের এখানে তো এটি হয় যে, মেহমান আসলে কোনো পার্কে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ✯ পিকনিকের নামে বিনোদন কেন্দ্রে যাওয়া হয় ✯ অতঃপর সেখানে বেপর্দা সাধারণ বিষয় হয় ✯ ঈদের মুহূর্তে তো বিনোদন কেন্দ্রগুলোর অদ্ভুত অবস্থা হয় ✯ মিউজিক বাজছে ✯ যুবক ছেলেরা হৈহুল্লোড় করছে এবং জানি না আরও কী কী হচ্ছে। দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদের প্রশিক্ষিত করছেন যে, মেহমানকে ওলামায়ে কেরামের খেদমতে নিয়ে যান, আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের সাথে সাক্ষাতে নিয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله নেক সাহচর্যের বরকতও অর্জিত হবে এবং ঐ ওলামায়ে কেরাম ও নেক বান্দাদের দোয়াও নসীব হবে।

একইভাবে সাধারণত প্রতিটি শহরে নেককার মানুষের, আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার মুবারকও থাকে; চেষ্টা করে মেহমানকে

মাযারসমূহে নিয়ে যান, সেখানে হাজির হয়ে ফাতিহা পড়ুন, সেখানে দোয়া করুন। اِنْ شَآءَ الله অনেক বরকত নসীব হবে।

এগুলো মেহমানদারর কয়েকটি আদব আমি আরয করলাম! আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এগুলোর উপর আমল করার তৌফিক নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইসালে সাওয়াবও অবশ্যই করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ ঈদের দিন, খুশির মুহূর্ত। আজকের দিনে আমাদের ঐসকল প্রিয় আত্মীয়স্বজন, আমাদের ঐসকল মুসলমান ভাই যারা আজ আমাদের সাথে নেই, দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তাদেরও মনে রাখুন! তাদের জন্যও কল্যাণ কামনা করুন!

তা কীভাবে করবেন? ইসালে সাওয়াবের মাধ্যমে। আমরা রোযা রেখেছি, তারাবি পড়েছি, কুরআনে করীম শুনেছি, শুনিয়েছি, তিলাওয়াতে কুরআন করেছি, তাহাজ্জুদের সৌভাগ্য অর্জন করেছি, নফল পড়েছি, রমযানুল করীমে যিকির ও দরূদ করেছি, এই সবকিছুর সাওয়াব এবং আজ যত নেকী করব ঐ সবকিছুর সাওয়াবও নিজেদের মৃতদের জন্য উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিন। এটি তাদের জন্য কল্যাণ কামনা হয়ে যাবে।

হাদীসে পাকে রয়েছে: কবরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা ডুবন্ত মানুষের মতো, সে তীব্রভাবে অপেক্ষা করে যে, পিতা বা মাতা বা ভাই বা কোনো বন্ধুর দোয়া তার নিকট পৌঁছাবে। আর যখন কারো দোয়া তার নিকট পৌঁছে তখন তার নিকট দুনিয়া ও এতে যা আছে তা থেকে উত্তম। আল্লাহ পাক কবরবাসীদের তাদের জীবিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে উপহার

প্রদান করা সাওয়াব পাহাড়ের ন্যায় দান করেন। জীবিতদের উপহার হলো মৃতদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা।

(শুআবুল ঈমান, বাবু ফি বাররিল ওয়ালেদাইন, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২০৩, হাদীস: ৭৯০৫)

কবরে নূর প্রবেশ করবে

বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি ঈদের দিন ৩০০ বার سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ পাঠ করবে এবং মৃত মুসলমানদের রূহের প্রতি এর সাওয়াব ইসাল করবে, তবে প্রত্যেক মুসলমানের কবরে এক হাজার নূর প্রবেশ করবে। আর যখন ঐ পাঠকারী নিজে মারা যাবে, আল্লাহ পাক তার কবরেও এক হাজার নূর প্রবেশ করাবেন। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, বাবু ফি ফাদলিল ঈদ, পৃষ্ঠা: ৪৬২)**

হে মুস্তফার প্রতিপালক! আমাদের ঈদে সাঈদের খুশি সুন্নাত অনুযায়ী, কল্যাণ কামনা করতে করতে, অন্যদের উপকার করতে করতে এবং খুশি বিলাতে বিলাতে পালন করার তৌফিক দান করো। হে প্রিয় আল্লাহ পাক! আমাদের পবিত্র হজ্ব এবং সরকারে মদীনা ও তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের মাদানী ঈদ বারবার নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

تِری جبکہ دید ہو گی جبھی میری عید ہو گی

مرے خواب میں تُم آنا مَدَنی مدینے والے

তেরি জব কে দীদ হোগি জভি মেরি ঈদ হোগি

মেরে খোয়াব মেঁ তুম আনা মাদানী মদীনে ওয়ালে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৪২৪)

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১লা শাওয়াল শরীফ ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই নশ্বর দুনিয়ায়ে থেকে বিদায় নিয়েছেন।

এরই প্রেক্ষিতে তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তম আলোচনা শুনি: তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় ওলীআল্লাহ, অনেক বড় আলিমে দ্বীন এবং বিশেষভাবে ইলমে হাদীসের অনেক বড় ইমাম ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩ই শাওয়াল শরীফ ১৯৪ হিজরীতে বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন **(হিদায়াতুস সারী, পৃষ্ঠা: ৪৯)** এবং ৬২ বছর বয়স অতিবাহিত করে ১লা শাওয়াল শরীফ ২৫৬ হিজরীতে নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। **(হিদায়াতুস সারী, পৃষ্ঠা: ১৭৯)** তাঁর নূরানী মাযার শরীফ সমরখন্দের নিকট "খরতঙ্ক" নামক বসতিতে অবস্থিত।

(হিদায়াতুস সারী, পৃষ্ঠা: ১৭৭)

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সারা জীবন ইলমে হাদীসের খুব খেদমত করেছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় ইবাদতগুজার, যাহিদ এবং মুত্তাকী ছিলেন। তাঁর ওফাতের পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর কবর শরীফ থেকে মুশকের চেয়েও উত্তম সুঘ্রাণ আসতে থাকত। লোকেরা তাবাররুক হিসেবে (অর্থাৎ বরকত অর্জনের জন্য) তাঁর মাযার মুবারকের মাটি নিয়ে যেত। **(হিদায়াতুস সারী, পৃষ্ঠা: ১৭৮)** আজকের দিনে ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্য ইসালে সাওয়াবও করুন! اِنْ شَآءَ الله বরকত নসীব হবে।

শাওয়ালের ৬ রোযার উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাগ্যবান মুসলমানগণ ঈদুল ফিতরের পর ৬টি রোযা রাখার সৌভাগ্য লাভ করেন। আসুন এই রোযাগুলোর ফযীলত শুনি, যাতে আমাদের এই রোযাগুলো রাখার এবং এগুলোর বরকত লাভ করার মানসিকতা তৈরি হয়। ✯ যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল অতঃপর ৬ দিন শাওয়ালে রোযা রাখল তবে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে বেরিয়ে গেল, যেন আজই মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছে। **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুস সিয়াম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩২২, হাদীস: ৫১০২)**

✯ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল অতঃপর এরপর শাওয়ালে ৬টি রোযা রাখল, তবে তা এমন যেন সারা জীবনের রোযা রাখল। **(মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, পৃষ্ঠা: ৪২৪, হাদীস: ১১৬৪)** ✯ খলীলে মিল্লাত মুফতি মুহাম্মদ খলীল খাঁন বরকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই রোযাগুলো ঈদের পর লাগাতার রাখলেও কোনো অসুবিধা নেই এবং উত্তম হলো প্রতি সপ্তাহে ২টি রোযা এবং ঈদের দ্বিতীয় দিন একটি রোযা রেখে নেওয়া; আর পুরো মাসে রাখলে আরও উপযুক্ত মনে হয়। **(সুন্নি বেহেশতী যেওর, পৃষ্ঠা: ৩৪৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد